দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... 18 APR 1990 ...
পৃষ্ঠা ... ৬ ... কলাম 2 ...

পাঁচ শতাধিক শিক্ষক সরকারী অনুদান হইতে বঞ্চিত

নড়াইল সংবাদদাতা : প্রয়োজনীয় প্রস্তুতি সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদফতরের নির্দেশের অভাবে দেশের ৩৯০টি বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ব্যবস্থাপনা কমিটি সাড়ে পাঁচশত শিক্ষক-শিক্ষিকাকে দুই বছরেও সরকারী অনুদানভুক্ত করিতে পারে নাই।

মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের নির্দেশে 'কমিউনিটি স্কুল প্রকল্পের' অধীনে সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহ ১৯৮২ সাল হইতে পরবর্তী বিভিন্ন সময় এসব শিক্ষক-শিক্ষিকা নিয়োগ করে। ৭ বছর শিক্ষকতা করিবার পর ১৯৮৮ সালের জুলাই হইতে তাহাদের

(৮ম পৃঃ দ্রঃ)

পাচ শতাধিক শিক্ষক

(৩য় পৃঃ পর)

বেতন-ভাতাদি সম্পূর্ণ বন্ধ করিয়া দেওয়া হয়। ঐ সময় হইতে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা পরিদপ্তর হইতে ঐ সকল শিক্ষক-শিক্ষিকাকে মূল স্কুলের সঙ্গে আত্মীকরণের নির্দেশ দেওয়া হয়। ১৩-৯-৮৯ তারিখে সচিব পর্যায়ে উক্ত আত্মীকরণ সিদ্ধান্ত অনুমোদিত হয়। কিন্তু মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা অধিদপ্তরের মহা পরিচালক উক্ত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট বিদ্যালয়সমূহের ভুক্তভোগী শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সরকারী অনুদানভুক্তির নির্দেশ দেন নাই।

উল্লেখ্য, কমিউনিটি স্কুল প্রকল্পের অধীনে দেশের উপজেলা সদরে সর্বাধিক উন্নত ৪০৩টি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এশীয় উন্নয়ন ব্যাঙ্কের আর্থিক আনুকূল্যে কর্মমুখী শিক্ষা প্রবর্তনের উদ্দেশ্যে ওয়ার্কশপ ভবন, যন্ত্রপাতি, আসবাবপত্র ও শিক্ষা-পোকরণ সরবরাহ করা হয়। ইহাতে প্রতিটি বিদ্যালয়ে প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা করিয়া ব্যয় হয়। কর্মমুখী পাঠ্য বিষয়সূচীর মধ্যে ঐ সকল বিদ্যালয়ে লোহা-লক্কড়ের কাজ, কাঠের কাজ, রান্না ও খাদ্য সংরক্ষণ, সেলাই, হাউজ ওয়ারিং এবং টাইপরাইটিং নবম ও দশম শ্রেণীতে প্রবর্তিত হয়।

এ সকল পাঠ্য বিষয় এখন পরোক্ষভাবে বাদ দেওয়াতে কর্মমুখী শিক্ষাকে নিরুৎসাহিত করা হইতেছে। ফলে নিযুক্ত পাচ শতাধিক শিক্ষক-শিক্ষিকা বেকার জীবন-যাপন করিতেছেন। কোটি কোটি টাকার যন্ত্রপাতি ও ওয়ার্কশপও অকেজো পড়িয়া আছে।